International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-II, March 2023, Page No.01-08
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i2.2023.01-08

মঙ্গলকাব্যে চরিত্রের পৌরাণিকীকরণ ও বাঙ্গালী সমাজের অন্তর্নিহিত সংগঠন

ড: পৌলমি সাহা
সহকারী অধ্যাপক, মুজাফফর আহমেদ মহাবিদ্যালয়, সালার, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

প্রিয়ম কুমার রায়
সহযোগী অধ্যাপক, কল্যাণী মহাবিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

Abstract:
Since the social life of medieval Bengal cannot be brought to light through the study of traditional sources, we may be aware through the structural analysis of Mangal poetries. Despite Cmote's scientific veneration for humanity or society as a whole, he was very much concerned with the smaller, component system and structures which form the larger entity. It may be possible that the composers of Mangal poetries used myth to express the feelings of society. Their feelings and for this they try to place some explanations for miracles which they cannot be otherwise understood, while the purpose of myth is to provide an outlet of suppressed feeling. Structural analysis can be applied to Levi Strauss' the concept of interrelationship between the levels. However, if we study the Manashamangal, Chandimangal or Shivayan, we shall notice the changing economic condition of eastern India through the middle Ages. The dialectics in the texts, the establishment of an urban centre by Kalketu and his return to previous life later will be taken under sharp scrutiny. Some of the mythological characters are appeared in the texts through the process of aryanisation and it is related to the changing economic condition which caused cultural transformation. Through the medieval period society passed through the social change due to European penetration and dynamic economy. Society also recognised these changes in a long run. Therefore, a sociological study is indispensable in this respect to reconstruct the cultural life of the concerned period.

Key word: Structuralism, Myth, Vedic, Popular deity, financing, Prostitution.

যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় মধ্য যুগের সাহিত্যে পৌরাণিক চরিত্র, আমরা এই প্রবন্ধে মধ্য যুগের মঙ্গল সাহিত্যে উল্লেখিত পৌরাণিক চরিত্র ও লৌকিক চরিত্রের পৌরাণিকীকরণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। মঙ্গল কাব্যগুলি বাহ্যিকভাবে গীতিকাব্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং মানব সমাজের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যেই গীত হয়েছে। কিন্তু কাব্য যেহেতু মানব সমাজের আভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বহিঃপ্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম সেহেতু মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য বিশেষত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্যে মধ্য যুগের

বাংলায় মানবসমাজের অন্তর্নিহিত সংগঠনটিকে কিরূপে উপস্থাপিত করে তার পর্যালোচনা করা এই প্রবন্ধে আমাদের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। এপ্রসঙ্গে কাব্যে কি উপায়ে লৌকিক দেবীর পৌরাণিক দেবীতে উত্তরণ ঘটল তা কেবলমাত্র কাব্যে উল্লেখিত মিথের কাঠামোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সম্ভব।

মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত মিথ হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে এবং মিথ যেহেতু মানব সমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সংঘাতের থেকেই উৎপত্তি হয় সেহেতু মঙ্গলকাব্যের মিথটিকে সরলরৈখিক কাব্যের দ্বারা আদৃত করা অনুচিত হবে।এই কাব্যগুলিতে মিথ প্রাথমিক পর্যায়ে একপ্রকার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই উপস্থাপিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব মূলত পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবী ও তাদের উপাসকদের মধ্যেই সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় এইযে এই দ্বন্দ্বগুলির নিষ্পত্তি কোন পক্ষের নিরঙ্কুশ জয় বা পরাজয়ের মাধ্যমে হয়নি, বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি সমন্বয়ের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়, যার উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতাকে সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিসরে প্রতিস্থাপন করতে না পারলে মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে গতিশীলতার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয় এবং লৌকিক দেবীর পৌরাণিক স্তরে উন্নীত হওয়ার বিষয়টিও আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি অগ্রগামী তাহল মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং কিছুটা হলেও শিবায়নে বাঙালি সমাজের ধর্মীয় দিকটি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে দ্বন্দ্বগুলির মাধ্যমে, তা আদৌ আর্থসামাজিক দিকটিকে কোন ভাবে উপস্থাপিত করে কিনা? মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যথাক্রমে মনসা ও চন্ডী তাদের স্বীকৃতির লক্ষ্যে সওদাগর সম্প্রদায়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে মনসা ও চন্ডী উভয়েই লৌকিক দেবী এবং তাদের উপাসকদের কাজকর্ম অনেকটাই আঞ্চলিকতার পরিসরে আবদ্ধ। অপরদিকে সওদাগর সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতার কার্যাবলী আন্তর্জাতিকতাকে নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাকে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে আমরা ধারণাগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হব। আন্তর্জাতিকতা শব্দটি কাব্যে সওদাগর সম্প্রদায়ের বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভিন দেশে যাত্রাকে মহিমান্বিত করতেই ব্যবহার করা হয়েছে; অর্থাৎ তাদের কার্যক্রমকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ রাখা এখানে অসম্ভব। সুতরাং কাব্যে উল্লেখিত দ্বন্দ্বটিকে মধ্যযুগের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করাই সমীচীন। কাব্যে পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসকগণ লৌকিক দেবীর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে এবং এই দ্বন্দ্ব ছিল বাহ্যিকভাবে স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে মনসামঙ্গল কাব্যে চণ্ডী পৌরাণিক দেবী হিসেবে উপস্থাপিত হলেও চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী লৌকিক দেবী হিসেবেই পূজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দেবীর শ্রেণীগত যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং যে প্রশ্নটি এক্ষেত্রে উত্থাপিত হতে পারে তা হল এই শ্রেণীগত পরিবর্তনের কারণ কি এবং কোন পদ্ধতিতে তা সম্ভব হয়েছে? অপর প্রশ্নটি হল, মনসামঙ্গল কাব্যে বা শিবায়নের শুরুতে শিব যে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে চিত্রিত হয়েছে তাতে তার আর্থিকভাবে হতশ্রী অবস্থাই প্রকাশ পায়। তথাপি কাব্যে কোন যুক্তির নিরিখে সওদাগর সম্প্রদায় শিবের উপাসনায় নিয়োজিত হলেন তার ব্যাখ্যা আবশ্যক, যখন সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে তা প্রায় একপ্রকার অসম্ভব এবং কাব্যের শেষলগ্নে তার আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও তার সাথে তার উপাসকগণের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিষয়টিও ব্যাখ্যা করাও প্রয়োজন।

যদিও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ইতিহাস চর্চা নয়, তথাপি পৌরাণিক দেবদেবীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে তৎকালীন সমাজের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটেই তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, বিশেষত মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্য তৎকালীন সমাজের গতিপ্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে তথ্যানুসন্ধানের আধার স্বরূপ কতটা পরিবেশিত হতে পারে সে বিষয়ে এই প্রবন্ধ একটি ক্ষুদ্র প্রয়াসের

উপস্থাপনা মাত্র। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তার উপস্থিত স্থল ও কাল সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতার অবকাশ আছে সমাজের স্বাভাবিক গতিশীলতাকে চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন সমাজের স্বাভাবিক গতিশীলতা সাহিত্যের মাধ্যমে মিথ অথবা প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান থাকে। অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যযুগে লিখিত হলেও তাতে উল্লেখিত সমাজের সাংগঠনিক রূপরেখাটি বহু পূর্ব হতেই সমাজের অভ্যন্তরে নিহিত ছিল।

যেহেতু সাহিত্য সমাজের সংস্কৃতিমনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সেহেতু সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে টুকরো ঘটনা গুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্মাণ একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য। যদিও দুরখেইম সমাজের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য structural functionalism-এর দ্বারস্থ হয়েছেন, আমরা কিন্তু মঙ্গলকাব্যের অন্তর্নিহিত মিথগুলিকে নির্ভেজাল সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে যথাযথ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উন্মোচনের নিমিত্তে লেভিস্ট্রসের উপরেই নির্ভর করব। লেভিস্ট্রস তার order অথবা order of orders-এর মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আন্তঃসংযোগের যে ধারণাটি তুলে ধরতে চেয়েছেন তা কেবলমাত্র কাঠামোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকট হয়। এভিন্ন ভাষাতত্ত্ব যখন সমাজবিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে তখন ভাষা একটি totalizing entity হিসেবে উপস্থাপিত হয় এবং ভাষার একটি পূর্ব নির্ধারিত অবস্থান কেবলমাত্র দুটি অন্তসংযুক্ত বিবেচনার মাধ্যমেই বিশ্লেষিত হতে পারে। ভাষা মুলত মানব সমাজের সৃষ্টির মুখ্য manifestation এবং তা সচেতনতার মাত্রায় ততটা কার্যকারী নয়, বরং অসচেতনতার মাত্রায় অধিক কার্যকারী এবং এর অবদান বংশপরম্পরায় পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু ভাষা লেভিস্ট্রসের মত অনুযায়ী একটি অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় এবং mythology যা মানব মনের বহিঃপ্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম, সেহেতু ভাষাতত্ত্ব একটি mythology-এর মধ্য দিয়ে সেই বিধিকে বুঝতে সাহায্য করে যা সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটস্বরূপ মনের কার্যকারিতাকে উন্মোচিত করে।

যাইহোক লেভিস্ট্রসের বক্তব্য অনুযায়ী মিথকে আমরা কতগুলো বিধিবদ্ধ এককে বা Mytheme-এ বিভক্ত করতে পারি এবং এক্ষেত্রে এই সকল মিথেমগুলির কোন পদ্ধতিতে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমেই মিথের দ্বারা বাহিত বক্তব্যটিকে আমাদের নিকট উন্মোচিত করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মিথের অন্তর্নিহিত মানের সাথে তার কার্যকারিতার উপরেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। মিথ মানব সমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সংঘাতের থেকে উৎপত্তি হয়। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের মিথটিকে সরলরৈখিক কাব্যের দ্বারা আদৃত করা অনুচিত হবে, যখন মিথ জনগণের প্রথা ও পরম্পরার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত এবং কখনও বা বাস্তবতার থেকেও অধিক। মিসেল দানিনোর মিথ সম্পর্কে বক্তব্যটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং বক্তব্যটি এইরকম —

> "By 'Myth', I mean a complex, multi-layered legend that weaves together heroic deeds and divine miracle, and, through powerful symbols, impression a set of values on the mind of a people. The Myth becomes, in turn, inseparable from its peoples customs and traditions…And whether or not a myth has some historical bases, it is true as long as it lives and works in the mind it has shaped… Whether they are 'facts' in our limited sense of the term is irrelevant. Myths are something greater than fact…Whether or not a myth has grown around a historical seed; it is a maker of history".

আমরা মনসামঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যের শুরুতে শিবের যে বর্ণনা পাই তা কোনভাবেই পৌরাণিক দেবতার শিষ্টাচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং সিন্ধু সভ্যতায় চিত্রিত আদি শিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই কিছুটা পরিবর্তিত রূপে নির্দেশ করে যেখানে পশুপতি বন্য জানোয়ারের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত সিলটিকে আমরা সরাসরি শিবের না বলে পশুপতির বলে উল্লেখ করি যেখানে তাকে পশুদের দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।পরবর্তীকালে বৈদিক দেবতা রুদ্রর সাথে তার তুলনা করা হয়। অর্থাৎ মহেঞ্জোদারো সভ্যতার শিব ও বৈদিক সভ্যতায় রুদ্র একই ব্যক্তি। পরবর্তী বৈদিক যুগে শিব একজন বৈদিক দেবতা হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে এই শিব কখনই পশু দ্বারা পরিবৃত নয়। অর্থাৎ তার সমাজে অবস্থানগত পরিবর্তনের বিষয়টি অনস্বীকার্য। এরই সাথে শিব যদি পরবর্তী বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে তাহলে তারই সঙ্গে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে তারা নিশ্চিত ভাবেই কৃষি ও বাণিজ্য অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত এবং এই সূত্র ধরেই শিবের লৌকিক থেকে পৌরাণিক স্তরে উত্তরণও সম্ভব হয়।

একইভাবে শিবায়ন ও মনসামঙ্গল কাব্যেও শিবের পৌরাণিক দেবতা হিসেবে পূজিত হওয়ার বিষয়টিকে আমরা তার আর্থসামাজিক কার্যকলাপের পরিণতি হিসেবেই ব্যাখ্যা করতে পারি। শিবায়ন কাব্যের লৌকিক খণ্ডে শিব একজন কপর্দকশূণ্য ব্রাহ্মণ হিসেবেই চিত্রিত হয়েছেন এবং তার আর্থিক দৈণ্যতা সংসারের অচলাবস্থার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। সুতরাং পৌরাণিক দেবদেবীর জৌলুস শিব ও পার্বতীর ক্ষেত্রে অন্তত এই লগ্নে অধরাই থেকেছে। কিন্তু আর্য সংস্কৃতিতে শিব ও পার্বতী পৌরাণিক চরিত্র হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছে। আর্য শব্দটি যদি জাতির সাথে সাথে কোন একটি সংস্কৃতিকে বোঝাতেও ব্যবহার করা হয় তাহলে শিব ও পার্বতীর লৌকিক থেকে পৌরাণিক সমাজে উন্নীত হওয়ার বিষয়টি অবশ্যই আর্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল। তবে কি উপায়ে এই আর্যায়ন পদ্ধতিটি সম্পন্ন হল তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শিবায়নে শিব পার্বতীর পরামর্শক্রমে কৃষিকাজের দ্বারা সাংসারিক অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য ইন্দ্রের নিকট কৃষি জমির পাট্টা সংগ্রহ করেন এবং কুবেরের নিকট হতে বীজ ধান সংগ্রহ করেন।

“কর্জ কর কাত্যায়নি কুবেরের কাছে”

অতঃপর নিজের ত্রিশূল ভেঙ্গে হাল তৈরি করে চাষাবাদের নিমিত্তে কৈলাশ ত্যাগ করে হালুয়া ভীমের সাহায্যে চাষাবাদ আরম্ভ করেন।

ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই পায় পড়্যা।
লাঙ্গল জুয়ালি মই সদ্য দিল গড়্যা।

এই চাষাবাদের সূত্র ধরে উৎপাদনের প্রাচুর্যের প্রতি শিব মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং গৃহ, গৃহিণী ও সন্তানের কথা বিস্মৃত হন। আদি মধ্যযুগ ও মধ্যযুগে উৎপাদনের প্রাচুর্য, বা বলা উচিৎ উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে বাজারজাতকরণের সূত্র ধরে যে বাণিজ্য অর্থনীতির সূত্রপাত হয় তা কাব্যে উল্লেখিত ব্যবসাবাণিজ্য ও সওদাগর সম্প্রদায়ের উপস্থিতিকে প্রত্যায়িত করে এবং আমাদের অনুমিত আন্তর্জাতিকতাবাদকেও স্বীকৃতি প্রদান করে এবং শিব পৌরাণিক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

অপরদিকে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মনসা ও চণ্ডী কাব্যে লৌকিক দেবী হিসেবে পূজিত হয়েছে। তাদের উপাসকগন সমাজের নারী ও সেই সকল ব্যক্তি যাদের জীবনধারণ কৃষি, শিকার প্রভৃতিকে কেন্দ্র

করেই আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কাব্যে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হল মনসা ও চাঁদসওদাগর এবং চণ্ডী ও ধনপতি সওদাগরের মধ্যেকার বিবাদ এবং একে অন্যের ক্ষতি সাধনের প্রয়াস। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত যথাক্রমে মনসা ও চন্ডী তাদের স্বীকৃতির লক্ষ্যে সওদাগর সম্প্রদায়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন উপায়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে।কাব্যে লৌকিক দেবী মনসা চাঁদসওদাগরের সপ্তডিঙ্গার ও পুত্রদের ক্ষতি সাধনের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বের দ্বার উন্মোচন করেছে। অপরদিকে ধনপতিসওদাগর সিংহলের রাজাকে ‘কমলে কামিনী দর্শনে’ ব্যর্থ হওয়ায় তার কারাগার জীবন প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে চাঁদসদাগর ও ধনপতিসদাগর অস্তিত্বের সংকট কালে তাদের আরাধ্য দেবতার দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হয়নি। কিন্তু আরাধ্য দেবতার নীরবতা সত্ত্বেও তারা তাদের দেবতাকে কখনো ত্যাগ করেনি। এক্ষেত্রে কাব্যে সওদাগর সম্প্রদায়ের যে সহনশীলতা লক্ষ্যনীয়, তা কি কেবলমাত্র সাহিত্যিক শিষ্টাচার দ্বারাই বিশ্লেষিত হতে পারে? যদি তা না হয়, সেক্ষেত্রে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি? আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মনসা ও চন্ডী এবং তাদের উপাসকদের কাজকর্ম অনেকটাই আঞ্চলিকতার পরিসরে আবদ্ধ, যখন সওদাগর সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা বা তাদের উপাসকগনের কার্যাবলী আন্তর্জাতিকতাকে নির্দেশ করে। সুতরাং কাব্যে উল্লেখিত দ্বন্দ্বটিকে মধ্যযুগের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করাই সমীচীন। এক্ষেত্রে Gestalt -কে যদি আমরা স্বীকৃতি দেই তাহলে মঙ্গলকাব্যের ঘটনাগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ না করে তাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক নির্মাণ মধ্য দিয়েই সামগ্রিক বিশ্লেষণ জরুরি। অন্যথায় লৌকিক দেবীর পৌরাণিক স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রক্রিয়াটি আমাদের নিকট অধরা থাকবে।

সম্ভবত আর্থিক গতিশীলতাকে কেন্দ্র করে সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা প্রারম্ভিক পর্যায়ে একপ্রকার দ্বন্দ্বের আকারে প্রকট হয়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মাতৃদেবীর উপাসকগণ যারা পেশাগতভাবে চাষাবাদ, শিকার প্রভৃতি গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত তারা তাদের আরাধ্য দেবতার মাধ্যমে বণিকগোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে।যদিও এই দ্বন্দ্ব সাময়িক, কারণ অর্থনীতির দুটি কার্যক্রমই একে অন্যের পরিপূরক এবং কাব্যের শেষপর্বে বানিজ্য অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক সওদাগর সম্প্রদায়ের দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতির ধারক মাতৃদেবীর স্বীকৃতি প্রদান করে যা সম্ভব হয়েছিল পরবর্তী প্রজন্মে দ্বারা। মঙ্গলকাব্যের এই সমন্বয়কে অ্যান্তিমনিয়াল ডায়াটের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমত দেবদেবীর সংস্কৃতিগত বিরোধ; দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্য অর্থনীতি বনাম শিকার ও কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি; তৃতীয়তঃ বণিক শ্রেণীর উৎকর্ষতা ও নারী সমাজের বাহুল্যহীনতা; চতুর্থতঃ মাতৃদেবীর অশোভনীয় আচরণ এবং বণিক শ্রেণীর অসহনীয় আচরণ এবং আঞ্চলিকতা বনাম মেট্রোপলিটানিজম।

আমাদের এই অঙ্কিত সামাজিক গতিশীলতার স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে গেলে বিশেষত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে ভূমিদানকে কেন্দ্র করে কৃষির বিন্যাস এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক স্তরের উন্মেষের প্রক্রিয়াটির ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ জরুরি। ভূমিদানের প্রক্রিয়াটির সাথে একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে তেমনি পেশাগতভাবে কৃষি সমাজের অবস্থান দৃঢ়তর হয়। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ক্রমশ পূর্বাভিমুখী অঞ্চলসমূহে তৎকালীন রাজন্যবর্গের সমর্থনে যে ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান ঘটে তার ফলশ্রুতিতেই ভাগীরথী-হুগলি অঞ্চলে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে বক্তিয়ার খলজির আক্রমণ অর্থনৈতিক কেন্দ্রটিকে আরও পূর্বে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করে এবং ইসলাম ও তার সঙ্গে সুফীবাদের আগমন কৃষি উৎপাদন ও বিস্তারের প্রক্রিয়াটিকে আরও ত্বরান্বিত করে। মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতুর রাজ্য বনাঞ্চল উচ্ছেদের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল এবং রাজ্যের

প্রতিষ্ঠাতা চাষাবাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষক সমাজকে ছয় বছরের জন্য কর প্রদান থেকে বিরত রেখেছিলেন। শিবায়ন কাব্যে ইন্দ্রের দ্বারা শিবকে পাট্টা প্রদানের ন্যায় কালকেতুও তার প্রজাদের পাট্টা প্রদানের মাধ্যমে জমির অধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত উন্নততর কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা প্রচলন এবং বীজ বপন যন্ত্রের ব্যবহার সাবলীল উৎপাদন ব্যবস্থা কে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং এই সঙ্গে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করে তা হল এই সকল কর্মকান্ড উৎপাদন বৃদ্ধির সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করে কিনা?

কৃষি ক্ষেত্রে এই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত ভাবেই যে উদ্বৃত্তের জন্ম দিয়েছিল তা বিদেশি ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্তে স্পষ্ট। বাংলার উৎপাদিত ধান মসলিপত্তনম ও করমন্ডল উপকূলের অন্যান্য বন্দর অঞ্চলেও যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রপ্তানি করা হত তা বার্ণীয়ের বৃত্তান্তে স্পষ্টরূপে উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া গোলকুণ্ডায় বাংলা থেকে আনত ইক্ষু ও প্রচুর পরিমাণ গম উৎপাদনের উল্লেখ বার্ণীয়ে করেছেন। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পণ্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত বজরা ও নদিপথের উল্লেখ উদ্বৃত্তের বানিজ্যিকীকরণের আভাষ দেয় এবং সেইসঙ্গে কাব্যে সাগরদ্বীপ ও সিংহলের উল্লেখ অবশ্যই সমুদ্র বাণিজ্যকেও স্বীকৃতি প্রদান করে এবং এই উদ্দেশ্যে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সাহায্য নিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় কারিগরদের জাহাজ নির্মাণের উদ্যোগ এতটাই প্রশংসনীয় ছিল যে পশ্চিমী বণিকরাও এই জাহাজ ব্যবহারের জন্য আগ্রহী ছিলেন। তবে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহারে জাহাজের উল্লেখযোগ্য কার্যকারিতার কথা ইবনবতুতা উল্লেখ করেছেন। আকর্ষণীয় বিষয় এই যে নাবিকগন সমুদ্র যাত্রাকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য জলবায়ু সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত বাণিজ্য বায়ু এবং মেঘের বিবিধ চরিত্রগত বিভাগগুলি নাবিকদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রাকে যে সহজতর করে তুলেছিল তা সন্দেহাতীত। এক্ষেত্রে সমুদ্র বাণিজ্যে প্রেরিত বিভিন্ন মূল্যবান পণ্য লুটের উদ্দেশ্যে বাংলায় বিভিন্ন নদীপথ ও উপকূল অঞ্চলে জলদস্যুদের উপস্থিতি এবং তা প্রতিহত করার জন্য মুঘল সরকারের পদক্ষেপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে এই সমস্যা আরো প্রকট হলে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি জলসাম্রাজ্যে দেশীয় বণিকদের সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে তৎপর হয়।

বাণিজ্যিক অর্থনীতি চরিত্রগতভাবে জটিলতর; তুলনা নির্ভেজাল কৃষি অর্থনীতির চরিত্রটি সহজবোধ্য। বাণিজ্য অর্থনৈতিক গতিশীলতা নির্ভর করে কতগুলি স্তম্ভের পারস্পারিক সহযোগিতার ওপর। এইসকল স্তম্ভগুলির অবশ্যই একটি বাণিজ্যিক মূলধন। মূলধন বিনিয়োগ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। মধ্যযুগের বাণিজ্য অর্থনীতি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এর কার্যকারিতা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মঙ্গলকাব্যে ‘কুবের’ ও ‘*শেঠ*’-এর দ্বারা উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে ঋণদানের প্রক্রিয়া এক শ্রেণীর মহাজন গোষ্ঠীর উপস্থিতিকে ইঙ্গিত করে এবং যা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দানের কাঠামোকে স্বীকৃতি দেয়। এছাড়াও গনিকাবৃত্তি পুঁজিবাদী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য- এই মূল্যায়নটি যদি সঠিক হয় তাহলে পদ্মপুরাণ-এ উল্লিখিত গণিকাবৃত্তি উপরিউক্ত সামাজিক পরিকাঠামোকেই স্বীকৃতি দেয়, যদিও এই গণিকাবৃত্তি রাজার অভিলাষ পূরণের জন্যই নিয়োজিত হতেন। তথাপিও ‘রাজকীয়’ শব্দটি রাজকর্তৃত্ব ও তার সহযোগী বণিকদেরই ইঙ্গিত করে। বার্ণীয়ের বক্তব্যে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন মঙ্গলকাব্যের কিছু ঘটনা superstructure-এর পর্যায়ে বিরাজমান এবং তা কেবলমাত্র functionalism দ্বারাই বিশ্লেষিত হতে পারে। এক্ষেত্রে কালকেতুর নগর নির্মাণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে যে নগরে মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বসবাসের অধিকারী এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ধনপতির সিংহলযাত্রা নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতি এবং তার প্রাণভোমরা বাণিজ্যের উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। পরবর্তী পর্যায়ে কালকেতুর শিকার জীবনে পুনঃপ্রবর্তন সম্ভবত পুঁজিবাদী সমাজের দিকটিকে ইঙ্গিত করে যেখানে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা একপ্রকার অসম্ভব।

অপরদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে পর্তুগিজ বণিকদের ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরে উপস্থিতি বিলাসবহুল পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এই বিলাসবহুল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বাজারে পরিলক্ষিত হয়। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে এই সকল পণ্যের সিংহভাগই সরবরাহ হত পূর্বাঞ্চলীয় বাজারগুলি থেকে এবং তার মধ্যে বাংলার স্থান ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে পর্তুগীজদের আবির্ভাবেই বহু পূর্ব হতেই প্রধানত মুসলমান বনিকদের সহায়তায় এই বাণিজ্য পরিচালিত হত দক্ষিণ ভারতীয় বন্দরগুলির মাধ্যমে। ইউরোপীয় বাজারে এই বিলাসবহুল পণ্যের চিরন্তন চাহিদা মধ্যকালীন ভারতেও পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বগামী করে তুলেছিল। কিন্তু ইউরোপীয় বাজারে বিশেষ চাহিদার কারণে প্রতিনিয়ত পণ্য সরবরাহ সত্ত্বেও যখন দেশের বাজারে তা সহজলভ্য হয় যেমনটি ইবন বতুতা থেকে গুলবদন বেগম সকলে উল্লেখ করেছেন, তখন মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টিকে কেবলমাত্র চরম গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থার খণ্ডন করা সম্ভব।

যাইহোক মধ্যকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য যে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়েছিল তার প্রমাণস্বরূপ আমরা চন্ডীমঙ্গলের ধনপতি সওদাগর ও সিংহলের মধ্যে পণ্য বিনিময় এবং মনসামঙ্গলের দক্ষিণের রাজার প্রতি বণিক সম্প্রদায়ের সম্মান প্রদর্শনের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করতে পারি। উভয় ক্ষেত্রে দেশীয় বণিক সম্প্রদায় এবং রাজ কর্তৃত্বের মধ্যে অনুরূপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেমনটি বিভিন্ন ইউরোপীয় ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের পৃষ্ঠপোষক নরপতিদের মধ্যে প্রকট ছিল। সুতরাং কাব্যে শিব ও তার উপাসকগণের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যে আন্তর্জাতিক ছিল তা বলাই বাহুল্য। এই সুত্র ধরেই লৌকিক দেবীর সাথে তাদের সংগ্রামের সুত্রপাত হয় যদিও তা ক্ষণস্থায়ী ছিল; যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু যে কৃষি অর্থনীতি আমাদের উল্লেখিত আন্তর্জাতিক বানিজ্য অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি, তাদের পরস্পরের দ্বন্দ্ব সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করবে তা এক প্রকার নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। একারণেই এই দ্বন্দ্ব ক্ষণস্থায়ী হয় এবং একে অন্যের পরিপূরক হিসেবেই স্বীকৃতি প্রদানের পথে এগিয়ে যায়। এই স্বীকৃতির হাত ধরেই মনসা বা চণ্ডী লৌকিক স্তর থেকে পৌরাণিক স্তরে উন্নীত হয়, অর্থাৎ সমাজের সেই অংশের দ্বারা পূজিত হয় যারা আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক গতিশীলতার মূল চালিকাশক্তি। সুতরাং আমাদের অনুমিত আর্যায়ন পদ্ধতি বলতে যা বোঝায় তা সাহিত্যে বর্ণিত মিথেমগুলির ফলপ্রসূ সংযুক্তির ফলে চিত্রিত আর্থসামাজিক গতিশীলতার কাণ্ডারি সওদাগর সম্প্রদায়ের দ্বারা লৌকিক দেবীর স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমেই সম্ভব হয়।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। রতেস্ট্রেইক, নাথান। “অন লেভিস্ট্রস কনসেপ্ট অব স্ট্রাকচার”, দ্য জারনাল অব ফিলসফ্যি এডুকেশন সোসাইটি, খণ্ড ২৫, নং ৩, ১৯৭২, ৪৮৯- ৫২৬।

২। রিতজার, জর্জ। এন্সাইক্লপেদিয়া অব সোশ্যাল হিষ্ট্রি, থাওসেন্দ ওকস্, ২০০৫।

৩। দানিন, মিশেল।দ্য লস্ট রিভার অন দ্য ত্রেইল অব দ্য সরস্বতী, পেঙ্গুইন, ২০১০।

৪। চক্রবর্তী, পঞ্চানন (সম্পা)। রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসদ, কলকাতা, ১৩৭১।

৫। ইটন, রিচাড এম। দ্য রাইস অব ইসলাম অ্যান্ড বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ১২০৪-১৭৬০, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬।

৬। সেন এস এন ও সুব্বারায়াপ্পা বি ভি (সম্পা)। এ কনসাইস হিষ্ট্রি অব সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া, হায়দ্রাবাদ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০।

৭। বার্ণীয়ের,ফ্রাঁসোয়া। ট্রাভেলস্ ইন মুঘল এম্পায়ার, এল পি পি, ২০০৮ (পূনঃ মুদ্রন)।

৮। হল, কেনেথ আর। “ইন্টারন্যশনাল ট্রেড অ্যান্ড ফরেন ডিপ্লোম্যাসি ইন আরলিমিডিআভেল সাউথ ইন্ডিয়া”, জার্নাল অব দ্য ইকনোমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিষ্ট্রি অব দ্য ওরিয়েন্ট, খণ্ড ২১, নং ১, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ৩৭৩-৯৬। https://doi.org/10.1163/ej.9789004170605.i-454.26.

৯। ইবনবতুতা। ট্রাভেলস্ ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা, মনোহর, ২০০১, (পূনঃ মুদ্রন)।

১০। বিদ্যাবিনোদ, কালীকিশর (সম্পা)। পদ্মপুরাণ, বেণীমাধব শীল লাইব্রেরী, ২০০৮।

১১। ব্যানার্জি, সুমন্ত। “দ্য বেশ্যা অ্যান্ড দ্য বাবুঃ প্রসটিটিউট অ্যান্ড হার ক্লায়েন্ট ইন নাইনটিয়েথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল”, ইকনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ১৯৯৩, খণ্ড ২৮, নং ৪৫, ২৪৬১-৭৫। https://www.jstor.org/stable/4400383.

১২। বার্ণীয়ের, ফ্রাঁসোয়া । ট্রাভেলস ইন মুঘল এম্পায়ার, খন্ড ২, উইলিয়াম পিকারিং, ১৮২৬।

১৩। গুলবদন বেগম। হুমায়ুননামা, এল পি পি, ১৯০২ (পূনঃমুদ্রন ২০০৬)।